দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN 17.2000 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

চট্টগ্রাম ভার্সিটি আবার অচল ॥ শিবির ক্যাডারদের হাতে ট্রেনচালক অপহৃত, প্রক্টর নাজেহাল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ শিবিরের লাগাতার অবরোধের মুখে নতুন বছরের ক্লাস শুরুর প্রথম দিনেই রবিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবারও অচল হয়ে পড়েছে। শিবির ক্যাডারদের হাতে অপহৃত হয়েছেন শাটল ট্রেনের লোকো মাস্টার। নাজেহাল হয়েছেন প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর। হল খোলার দ্বিতীয় দিনেও আবাসিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। ঘন ঘন অবরোধের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

পবিত্র রমজান উপলক্ষে দীর্ঘ এক মাস বন্ধের পর রবিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ শুরুর কথা ছিল। গত ১৯ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে নিহত দুই শিবির নেতা হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে শিবির আহূত লাগাতার অবরোধের মুখে কোন ক্লাস কিংবা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। শাটল ট্রেন চলাচল শুরু করলেও ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। কোন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী বহনকারী বাস চলাচল করেনি। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়মুখী শাটল ট্রেন ছাড়ার প্রস্তুতিকালে শিবির ক্যাডাররা অস্ত্রের মুখে শামসুল আলম নামে এক লোকো মাস্টারকে (সহকারী চালক) অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ সময় শাটল ট্রেনের চালক শহীদুল আলম পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃত লোকো মাস্টারকে উদ্ধার করা যায়নি বলে জিআরপি জানায়। শিবিরের অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত শাটল ট্রেন না চালানোর জন্য শিবির ক্যাডাররা রেলওয়েকে টেলিফোনে হুমকি প্রদান করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। এমনকি শিবির নগর সভাপতি এটিএম মেজবাহুল কবিরের কথামতো শাটল ট্রেন চলাচলের সিদ্ধান্ত না নিলে অপহৃত লোকো মাস্টারকে মুক্তি দেয়া হবে না বলেও তারা টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে।

এ ছাড়া সকাল ১১টায় ক্যাম্পাসে শিবির নেতাকর্মীদের রুদ্ররোষে পড়ে সহকারী প্রক্টর শাহজাহান মণ্ডল নাজেহাল হয়েছেন। ছাত্রলীগ নেতা নাসির হায়দার বাবুলের নেতৃত্বে একদল নেতাকর্মী প্রক্টর অফিসে গেলে শিবির তাদের ঘেরাও করে। পরে সহকারী প্রক্টর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মুক্ত করতে গেলে শিবির নেতাকর্মীরা তাকে ঘেরাও করে নাজেহাল করে। একই সময়ে বাস চালকদের সাথে আলাপকালে শিবির কর্মীরা প্রক্টর ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিনের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে লিপ্ত হয়। শিবিরের চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা স্টাফ বাসে যাতায়াত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিবির ক্যাডাররা বাস চালকদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করেছে। এদিকে ছাত্র আন্দোলনের নামে আবারও বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি হয়ে পড়ায় শিক্ষক-কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। কয়েক শিক্ষক জনকণ্ঠকে জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি দেখলে দেশে সরকার আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে সরকারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।